যুগান্তর

তারিখ ... 02 FEB 2008 ...
পৃষ্ঠা ৪ ... কলাম ...

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইন্সটিটিউট

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলিয়াছিলেন, আমরা আরম্ভ করি শেষ করি না। ভূরি পরিমাণ বাক্য রচনা করি, তিল পরিমাণ কার্যে পরিণত করি না। বাঙালি যে কোন কর্ম শুরু করিয়া শেষ করিতে চাহে না, উহার প্রকৃষ্ট উদাহরণ আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইন্সটিটিউট। ১৯৯৯ সালে ইউনেস্কো একুশে ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসাবে স্বীকৃতি দিবার পর তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ঢাকায় এই আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইন্সটিটিউট প্রতিষ্ঠার ঘোষণা দিয়াছিলেন। তিনি সেই সময় বলিয়াছিলেন, বিশ্বের পাঁচ-ছয় হাজার মাতৃভাষার কোনটাই যাহাতে হারাইয়া না যায়, এই কেন্দ্র সেই ব্যবস্থা করিবে। বিশ্বের সকল মাতৃভাষার নমুনা সংগ্রহ করিয়া এই কেন্দ্রে গবেষণা ও চর্চা করা হইবে। বিভিন্ন ভাষা শিক্ষার ব্যবস্থাও এই কেন্দ্রে থাকিবে। উদ্যোগটি যে খুবই ভালো ছিল উহাতে সন্দেহ নাই। এই জন্যই ধারণা জন্মাইয়াছিল, তরতর করিয়া গড়িয়া উঠিবে ইন্সটিটিউট ভবন। কাজও সেইভাবেই শুরু হইয়াছিল। আওয়ামী লীগ সরকারের আমলেই কাকরাইল মসজিদের বিপরীতে প্রতীকী মূল্যে ইন্সটিটিউটের নামে এক একর তিন শতক জমি বরাদ্দ দেওয়া হয়। ১১ কোটি ৪৬ লাখ টাকা ব্যয়ে ১০ তলা ভিতসহ তিনতলা ভবন নির্মাণের প্রকল্প চূড়ান্ত করা হয়। ২০০০ সালের ৮ আগস্ট একনেকে উহা অনুমোদন লাভ করে। সকল প্রক্রিয়া শেষ করিয়া ২০০১ সালের ১৯ জুন ভবন নির্মাণের কাজ শুরু হয়। ইহার পূর্বে ১৫ মার্চ জাতিসংঘের তৎকালীন মহাসচিব কফি আনানকে সঙ্গে লইয়া সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ভবনের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। দরপত্রের শর্ত অনুযায়ী ২০০২ সালের জুন মাসে প্রকল্পের কাজ শেষ হইবার কথা ছিল। এই সকল কিছুই হইয়াছিল দ্রুততার সহিত। কিন্তু জট বাঁধিয়া যায় ক্ষমতার পালাবদলের পর। বিএনপি-জামায়াত জোট সরকার দায়িত্ব গ্রহণের পর উহা নির্মাণে গড়িমসি শুরু করে। তাহারা প্রকল্পের পিপি সংশোধনের উদ্যোগ লয়। মূল পিপিতে ভবন নির্মাণ ব্যয় ১১ কোটি ৪৬ লাখ টাকা থাকিলেও রড-সিমেন্টের দাম বৃদ্ধির কারণ দেখাইয়া নির্মাণ ব্যয় ১৬ কোটি ৪৩ লাখ ৪০ হাজার টাকায় উন্নীত করা হয়। একই সঙ্গে শুরু হয় রাজনীতির নোংরা খেলা। জাতিসংঘ মহাসচিব কফি আনান ও শেখ হাসিনা স্থাপিত ভিত্তিপ্রস্তর তুলিয়া ফেলিয়া সাবেক শিক্ষামন্ত্রী ওসমান ফারুককে দিয়া নতুন করিয়া ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করা হয়। এই সময় আবার প্রকল্পের কাজ শুরু হইলেও পাঁচ মাসের মাথায় উহা বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়। জোট সরকারের পুরো পাঁচ বৎসর প্রকল্পটি স্থবির হইয়া পড়িয়া থাকে। তখনই প্রশ্ন উঠে, আন্তর্জাতিকভাবে জাতির মর্যাদা বাড়াইবে যে প্রতিষ্ঠানটি, উহা গড়িয়া তুলিতে কেন এই পিছুটান? আওয়ামী লীগ সরকার কর্তৃক উদ্বোধন, নকশা প্রণয়ন, অনুমোদন ও নির্মাণের উদ্যোগই কি উহার কারণ? এই মানসিকতা কি আমাদের জাতিসত্তার অবমাননা নহে? আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস তথা একুশের আন্তর্জাতিক স্বীকৃতিতে আমাদের সকলেই আহ্লাদিত হইবার কথা। অথচ জোট সরকারের গড়িমসি প্রকল্পটিকে সাত বৎসর পিছাইয়া দিয়াছে। এখন অবশ্য নির্মাণ কাজ বন্ধ করিয়া দেওয়ার আরও নেপথ্য উদঘাটিত হইতেছে, যাহা জাতির জন্য লজ্জাকর ও বেদনাদায়ক। যুগান্তরের খবরে বলা হইয়াছে, ঠিকাদার ৩০ লক্ষ টাকা ঘুষ না দেওয়ায় তৎকালীন প্রধানমন্ত্রীর রাজনৈতিক সচিব হারিছ চৌধুরী ও তৎকালীন শিক্ষা উপমন্ত্রী এহছানুল হক মিলনের নির্দেশে প্রকল্পের কাজ বন্ধ হইয়া যায়। এই চাঞ্চল্যকর তথ্যটি ফাঁস করিয়া দিয়াছেন তৎকালীন শিক্ষা সচিব শহীদুল আলম। তিনি বলিয়াছেন, এই ইন্সটিটিউট অনেক আগেই নির্মাণ হইয়া যাওয়ার কথা ছিল। কিন্তু হারিছ চৌধুরী ও মিলনের দাবিকৃত ৩০ লক্ষ টাকা ঘুষ বা কমিশনের দাবি ঠিকাদার পূরণ না করায় বিপত্তি বাধিয়া যায়। বিষয়টি তৎকালীন প্রধানমন্ত্রীও জানিতেন। তাহার উপস্থিতিতে বিষয়টি লইয়া আলোচনা হইলেও কোন সুরাহা হয় নাই। শহীদুল আলম দুঃখ প্রকাশ করিয়া বলেন, তিনি অনেক চেষ্টা করিয়াও কাজটি চালু রাখিবার যৌক্তিকতা তৎকালীন প্রধানমন্ত্রীকে বোঝাইতে পারেন নাই। অভিযোগটি খুবই গুরুতর। বর্তমান সরকার বহু দুর্নীতির বিচার করিয়াছে। অনেককে দুর্নীতির অভিযোগে ধরা হইয়াছে। তাই এত বড় একটা অন্যায় ও অপরাধের বিচার হইবে না— তাহা হইতে পারে না। আমরা চাই পুরো ঘটনাটির সুষ্ঠু তদন্ত হউক এবং অপরাধীরাও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি পাক। এতসব হতাশার মধ্যেও একটি আশার কথা আছে, উহা হইল প্রতিষ্ঠানটি এইবার মাথা তুলিয়া দাঁড়াইবে। বর্তমান তত্ত্বাবধায়ক সরকার বাংলা ভাষা ও সাহিত্য-সংস্কৃতির বিকাশে প্রতিষ্ঠানটি দ্রুত নির্মাণের উদ্যোগ লইয়াছে। কর্তৃপক্ষ গত মঙ্গলবার ঠিকাদারকে ভবন নির্মাণের কার্যাদেশ দিয়াছে। আশা করিব, দ্রুত এই প্রতিষ্ঠানের নির্মাণ কাজ শেষ হইবে। আমাদের প্রত্যাশা, বিশ্বের মানুষের ভাষা সংরক্ষণ ও সেসবের উন্নয়নে ঢাকার এই আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইন্সটিটিউটটি অবদান রাখিতে পারিবে। ইহা ছাড়া বিশ্বসমাজও আমাদের ভাষা ও মহান একুশের রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংগ্রামের ইতিহাস সম্পর্কে জানিতে পারিবে। তত্ত্বাবধায়ক সরকারও অগ্রাধিকার ভিত্তিতে প্রকল্পটি বাস্তবায়নে আগাইয়া আসায় দেশবাসীর প্রশংসা পাইবে।